কবিতা দিয়ে শুরু - আনিসুর রহমান

সিডনীর বাংলাদেশী কমিউনিটিতে এখন বেশ কিছু নিয়মিত ঘরোয়া অনুষ্ঠান হচ্ছে। ধর্মীয় অনুষ্ঠান, গানের অনুষ্ঠান, কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান, মুক্তচিন্তা, হয়তো আরো বেশ কিছু।

গত শনিবার (৫ই জুলাই) ষ্টানহপ গার্ডেনে জনাব তাসফিকুর রহমান (লিটন) এর বাসায় বসেছিল কবিতা পাঠের আসর। তার স্ত্রী বিলকিস রহমান খুব সুন্দর কবিতা আবৃত্তি করেন। প্রতীতির অনুষ্ঠানে অনেকবার শুনেছি।

গত বছর, জুন মাসের ২৩ তারিখে কবিতা পাঠের প্রথম অনুষ্ঠান আয়োজন করেছিলেন মাহমুদা রুনু তার ওয়াটল গ্রোভের বাসায়। মনে হয় প্রতি মাসে একটি করে অনুষ্ঠান হবার কথা ছিলো কিন্তু তা সম্ভব হয়নি।

শেষ অনুষ্ঠানটি ছিল ষষ্ঠ, অর্থাৎ গড়ে দুই মাসে একটি করে হয়েছে। ব্যস্ত জীবনে প্রিয় কবিতার নির্মল অবসর। হোক না এক মাস পর পর - সেটাই বা মন্দ কি।

কবিতা আবৃত্তি করেছেন - স্নেহা (৪), লিপি, কাইয়ুম পারভেজ, মাহমুদা রুনু, তাসফিকুর রহমান লিটন, আনিসুর রহমান, কবিতা পারভেজ, মমতা চৌধুরী, অপু ও বিলকিস রহমান।

নিয়মিতদের অনেকেই যেমন, সিরাজুস সালেকিন, আশিষ বাবলু, শাহীন শাহনেওয়াজ এরা অনুপস্থিত ছিলেন।

কবিতার পরে ছিল গান। এবারের শিল্পী নাজমুল আহসান খান এবং অমিয়া মতিন।

অমিয়া মতিনের গান বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আগে অনেকবার শুনেছি। কিন্তু এভাবে ঘরোয়া অনুষ্ঠানে, কাছাকাছি বসে একটানা দু'ঘন্টা তার গান শোনার সুযোগ আগে কখনো হয়নি। শ্রোতাদের বিভিন্ন অনুরোধের গান

একের পর এক ক্লান্তিহীন গেয়ে শুনিয়েছেন অমিয়া। সাধারণতঃ খুব চুপচাপ ধরণের মানুষ তিনি। কিন্তু হারমোনিয়ামের রিডে হাত পড়ার সাথে সাথে তিনি অন্য মানুষ হয়ে যান। শিল্পীদের এক ধরণের অহঙ্কার থাকে বলে শুনেছি - কিন্তু সেদিনের অনুষ্ঠানে একটানা তার গান শুনে মনে হয়েছে তিনি শ্রোতাদের খুব কাছের মানুষ।

অনুষ্ঠান দেখার সময় হঠাৎ মনে হলো আজকাল প্রায় সব ঘরোয়া অনুষ্ঠানেই মাইক ব্যবহার হচ্ছে। এর কারন কি? বাড়ি ঘরের সাইজ আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে, সেটা অবশ্যই একটা কারণ। ভালো সাউন্ড সিস্টেমও হয়তো এখন অনেক সহজলভ্য, সেটাও একটা কারণ হতে পারে।

অনুষ্ঠানে পাঠক এবং শ্রোতার সংখ্যা ছিল প্রায় সমান সমান। শ্রোতার সংখ্যা একটু বাড়াতে পারলে মনে হয় ভালো হতো। তবে অনুষ্ঠনটি পারিবারিক না সামাজিক সেটা নির্ধারণের দায়িত্ব আয়োজকদের। এ প্রসঙ্গে বহুকাল আগে, সম্ভবতঃ নব্বই দশকের শুরুর দিকে, ইষ্টলেক পাবলিক স্কুলে আমরা ক'জন মঞ্চ শ্রমিকের কবিতা সন্ধ্যার কথা মনে পড়ছে। স্মৃতির পাতায় এখনো উজ্জ্বল হয়ে আছে সেই মায়াবী সন্ধ্যা। সেই অপূর্ব অনুষ্ঠানটি যারা উপহার দিয়েছিলেন তাদের অনেকেই আজকের কবিতা বিকেলের সাথে জড়িত কিন্তু আমরা নতুন শতাব্দিতে এসেও কি পেরেছি নব্বই দশককে অতিক্রম করতে! কি উপাদান ছিল সেদিন যা আজ নেই, তা সেদিনের আয়োজকরাই ভালো বলতে পারবেন। তবে এটুকু বুঝেছি থালা বাসনের টুং টাং, তা যত মৃদুই হোক না কেন, তা দিয়ে আবহ সঙ্গীতের অভাব পূরণ হবার নয়। রাতের খাবার আর কবিতা একসাথে করতে গেলে কিছু সমস্যা হবেই। ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী সত্যিই গদ্যময়।